Sonalu: *Cassia fistula* L.; Family- Fabaceae

Cassia fistula L. is both the national tree and national flower of Thailand. In Thai, Ratcha Phruek and the blossoms are commonly referred as ‘dok khun’. The yellow flowers of this tree symbolize Thai royalty. In a flower festival in 2006-2007 the Royal Flora ‘Ratcha phruek’ was named after this tree. In Laos, the blooming flowers of *Cassia fistula* is locally known as dok khoun and it is also associated with the Lao New year. People use the flowers as offering at the temples and also hang this flowering twig in their homes for the New Year happiness in life and will be good luck to the householders. *Cassia fistula* is considered as the school tree of National Taiwan Normal University thought to be because the fruits (elongated cylindric pods) have similarity to the whips used by the teachers in times past. In India it is variously named in different provinces as in West Bengal as Sundalu, Amaltus, Sondal, Bandar lathi (Monkey stick), etc., in Hindi - Amaltus, in Tamil as Konner, in Konnar as Kakke, etc. and in English Indian Laburnum, Purging Fistula etc. ‘Fistula’ means hollow which indicates the hollow nature of the pods or fruit, of course having many seeds embedded within pulpy mass. Indian Laburnum is the state flower of Kerala. During Vishu festival of Kerala in the month of April flowers are of ritual importance in the preparation of Koni. The tree has been depicted on a 20-rupee stamp also. In Buddhism this tree is frequently planted in Buddhist Temples in Sri Lanka where the Sinhala name is ‘Ehela’. This is also the Provincial tree of the North-Central Province of Sri Lanka. Amaltus has some medicinal importance, the dried fruits used as a purgative, laxative for habitual constipation. Root-bark extract is also used in the treatment of black water fever. Stem-bark is used for tannins. However, the wood is of vast importance. The extract of the flowers of *Cassia fistula* is used for its anti-ageing properties, also for human skin care and also of cosmetic as well as nutritional applications. It has the property and hypopigmentation and can be applied as a whitening agent.

ক্যাসিয়া ফিসচুলা থাইল্যান্ডের জাতীয় বৃক্ষ ও জাতীয় ফুল। থাই ভাষায় এটি ‘রাচা ফ্রুয়েক’ নামে পরিচিত এবং এটির ফুলকে সাধারণত ‘ডক খুন’ বলা হয়। এই উদ্ভিদের হলুদ ফুল থাই রাজপরিবারের প্রতীক। ২০০৬-২০০৭ সালের ফুল উৎসবে রয়্যাল ফ্লোরা ‘রাচা ফ্রুয়েক’ উৎসবের নামকরণ এই গাছের নামে করা হয়। লাওসে, ক্যাসিয়া ফিসচুলা-র ফুটন্ত ফুল স্থানীয়ভাবে ডক খাউন নামে পরিচিত এবং এটি লাও নববর্ষের সাথে সম্পর্কিত। মানুষ নববর্ষে মন্দিরে এই ফুল নিবেদন করে এবং আবাসে ফুলের ডাল ঝুলিয়ে রাখে, যাতে জীবনে সুখ আসে ও পরিবারে সৌভাগ্য বজায় থাকে। ক্যাসিয়া ফিসচুলা তাইওয়ানের ন্যাশনাল তাইওয়ান নরমাল ইউনিভার্সিটির স্কুল ট্রি হিসেবে বিবেচিত হয়, সম্ভবত এটির ফলের আকার (লম্বাটে নলাকার শুঁটি) অতীতে শিক্ষকদের ব্যবহৃত লাঠি বা ছড়ির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার কারণে। ভারতে এটি বিভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন নামে পরিচিত—পশ্চিমবঙ্গে সুন্দালু, অমলতাস, সোঁদাল, বান্দর লাঠি (বানরের

লাঠি) ইত্যাদি; হিন্দিতে অমলতাস; তামিলে কন্নের; কন্নড়ে কাকে; আর ইংরেজিতে ইন্ডিয়ান ল্যাবারনাম বা পারজিং ফিসচুলা নামে পরিচিত। “ফিসচুলা” অর্থ ফাঁপা, যা ফল বা শুঁটির ফাঁপা গঠনকে নির্দেশ করে, যদিও এটির ভেতরে নরম শাঁসের মধ্যে অনেক বীজ থাকে।ইন্ডিয়ান ল্যাবারনাম কেরালার রাজ্য ফুল। এপ্রিল মাসে কেরালার বিষু উৎসবে এই ফুল কনি প্রস্তুতিতে আচারগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই গাছ ২০ টাকার ডাকটিকিটেও চিত্রিত হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মে এই গাছ শ্রীলঙ্কার বৌদ্ধ মন্দিরে প্রায়ই রোপণ করা হয়, যেখানে সিংহলি ভাষায় এটিকে ‘এহেলা’ বলা হয়। এটি শ্রীলঙ্কার উত্তর-মধ্য প্রদেশের প্রাদেশিক বৃক্ষও। অমলতাসের ঔষধি গুণও রয়েছে—শুকনো ফল হজমের জন্য জোলাপ হিসেবে ও দীর্ঘস্থায়ী কোষ্ঠকাঠিন্যের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। মূলের ছালের নির্যাস ব্ল্যাক ওয়াটার ফিভার (কালাজ্বর) চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয় এবং কাণ্ডের ছাল থেকে ট্যানিন পাওয়া যায়। কাঠেরও ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। ক্যাসিয়া ফিসচুলা-র ফুলের নির্যাস বার্ধক্য প্রতিরোধী গুণের জন্য ত্বক পরিচর্যা, প্রসাধনী এবং পুষ্টিগুণসম্পন্ন পণ্য তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এটির রঙের উজ্জ্বলতা কমাবার গুন বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং এটি ত্বক উজ্জ্বল করার উপাদান হিসেবেও প্রয়োগ করা যায়।